বর্তমান ভারতে তিন-তালাকের প্রেক্ষাপট

(বাংলা ওয়েবসাইট JamatePislami.com থেকে)।

ভারতে প্রায় ১৪ কোটি মুসলমানের সবচেয়ে শক্তিশালী বেসরকারী ইসলামী প্রতিষ্ঠান All India Muslim Personal Law Board, সংক্ষেপে AIMPLB। এ বোর্ড মুসলিম-স্বামীর তাৎক্ষণিক তালাকের অধিকারের সমর্থক। এ বছরের মে মাসের প্রথম দিকে ভুপালের সম্মেলনেও AIMPLB এটা বাতিল করে নি, শুধু মিনমিন করে বলেছে যতদুর সম্ভব ওটা এড়িয়ে চলতে। এ নিয়ে ভারতের পত্র-পত্রিকায় এখন বেশ তোলপাড় চলছে। বাংলাদেশেও এই তিন-তালাকের ফলশ্রুতিতে হিলা-বিয়ের শিকার হন অনেক নিরপরাধ হতভাগিনী। আইন করেও এটা ঠেকানো যায় নি, কারণ আইন দিয়ে অপসংস্কৃতি ঠেকানো যায় না। ইসলামের ভাবমূর্তি ও মুসলিম নারী-অধিকারের জন্য এ প্রশ্নটার মীমাংসা হওয়া জরুরী কারণ বিবেকের রায়ে বলে তিন তালাক অন্যায়।

শারিয়া মোতাবেক স্বামী যে কোন ভাবে তিন তালাক বললে, বলার সময় মনে মনে তিন ধরলে অথবা তিন আঙ্গুল দেখালে তালাক পুরো হয়ে যায়- সুত্রঃ- (১) বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশনের বিধিবদ্ধ ইসলামি আইনের প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৭, ধারা ৩৫১, (২) মওলানা মুহিউদ্দীনের বাংলা কোরাণের তফসির পৃষ্ঠা ১২৮, (৩) ইমাম শাফি'র শারিয়া বই উমদাত্ আল্ সালিক,পৃষ্ঠা ৫৬০ আইন নম্বর এন-৩ এর ৫, (৪) মওলানা আশরাফ আলী থানভি-''বেহেশতি জেওর'' পৃষ্ঠা ২৫৪ মাসালা ১৫৫৫ (৫)ইমাম হানিফার শারিয়া বই হেদায়া ৮১ পৃষ্ঠা (৬) ইন্টারনেটের sunnipath.com, United Muslims প্রভৃতি (৭) মকসুদুল মু'মেনীন প্রভৃতি।

স্বামী অত্যাচারের চাপে, নেশার ঘোরে, রোগের কষ্টে অধীর হয়ে বা হাসি-ঠাট্টা করে তিন-তালাক দিলেও তালাক পুরো হয়ে যাবে - সুত্র হানাফি আইন হেদায়ার ৫২৩ পৃষ্ঠা ও মওলানা আশরাফ থানভি'র বেহেশতি জেওর, ২৫১ পৃষ্ঠা মাসালা ১৫৩৭, ১৫৩৮ আর ১৫৪৬ প্রভৃতি। স্বামী কাগজে লিখে দিলে বা টেলিফোনের অ্যান্সারিং মেশিনে বলে রাখলেও তালাক পুরো হয়ে যায়, সুত্র মালয়েশিয়ার শারিয়া আদালতের রায়।

শারিয়ার এ আইন কোরাণের ক'টা আয়াত লংঘন করে তা আমরা পরে দেখব। আপাততঃ এ আইনের সাথে সহি হাদিসের বিরোধ দেখা যায়। মওলানা মুহিউদ্দিনের বাংলা কোরাণের তফসির ১২৭ পৃষ্ঠা, সহি হাদিস আবু দাউদ-এর সুত্রে বিখ্যাত মওলানা ওয়াহিদউদ্দিনের ''উওম্যান ইন ইসলামি শারিয়া'' - ১০৯ পৃষ্ঠা, শরীফ চৌধুরির ''উইমেন'স রাইটস ইন ইসলাম'' প্রভৃতি অনুযায়ী এক সাহাবী তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক বলেছে শুনে নবীজী খুব রাগ করে বলেছিলেন ''তোমরা কি আল্লার কালাম নিয়ে খেলা করছ? অথচ আমি এখনো তোমাদের মধ্যেই রয়েছি!''- সহি নাসায়ী। আরেক সাহাবী রুকানা ঐ একই কাজ করেছে শুনে নবীজী বলেছিলেন ''এই তিন তালাক মিলে হল এক তালাক, তুমি ইচ্ছে করলে এই তালাক ফিরিয়ে নিতে পার'' - সহি আবু দাউদ।

এ বিরোধের প্রাথমিক সমাধানের সুত্র আছে মওলানা মুহিউদ্দীনের বাংলা কোরাণের তফসিরে ১২৮ পৃষ্ঠায় - উদ্ধৃতিঃ- **''একই সংগে তিন তালাক দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যদিও রসুল (দঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণ, কিন্তু তা সত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয় তবে তিন তালাক হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহ-বন্ধন নবায়নের সুযোগ-ও আর থাকবে না''**। কেন থাকবে না তার কোন সহি হাদিসের সুত্র দেয়া হয়নি। বরং হাদিস সহি মুসলিম-এ আছে যে নবীজীর আর হজরত আবুবকরের সময়ে একসাথে তিন তালাককে এক তালাক ধরা হত, খলিফা হবার পরে হজরত ওমর তাৎক্ষণিক তালাকে পুরো তালাক হবে এ আইন প্রবর্তন করেন। সেই সাথে যে স্বামী তাৎক্ষণিক তালাক দেয় তারও শাস্তির ব্যবস্থা করেন -(ফতহুল বারী-র সুত্রে মওলানা ওয়াহিদউদ্দিনের ''উওম্যান ইন ইসলামি শারিয়া''-র ১০৯ - ১১০ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য সুত্র)।

শাফি আইনে পরিষ্কার বলেছে যে “**খলিফা কিংবা তাঁহার প্রতিনিধি ছাড়া আর কেহই বিচারক নিয়োগ করিতে পারিবে না।**” (পৃষ্ঠা ৬২৪, আইন নম্বর- ও—২১-৩)। সে হিসেবে আমাদের গ্রাম-গঞ্জে ফতোয়াবাজীর আদালত শারিয়ায় সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ ও অবৈধ। তাৎক্ষণিক তালাকের অপকর্মটি স্বামীই করেন কিন্তু আমাদের ফতোয়াবাজীর আদালতে কোনদিনই স্বামীর শাস্তি হয় না, নির্লজ্জ ভোগান্তিটা স্ত্রীর হয়। এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল নিষেধ যেখানে থাকবার কথা সেখানেই আছে, অর্থাৎ আল্ ফুরকান কোরাণে আছে। কোরাণ মোতাবেক তালাক হতে অন্ততঃ তিন মাস সময় লাগবে আর দু’জন সাক্ষী লাগবে, দেখুন সুরা ত্বালাক আয়াত ১ ও ২ আর বাকারা ২২৯ আর ২২৮। “**তোমরা যখন স্ত্রী-দিগকে তালাক দিতে চাও তখন ইদ্দত গণনা করিও। অতঃপর তাহারা যখন ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাহাদিগকে উপযুক্ত পন্থায় ছাড়িয়া দিবে বা রাখিয়া দিবে এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষী রাখিবে ...... তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখিবে তিন হায়েজ পর্য্যন্ত**”।

অর্থাৎ শারিয়া কোরাণকে লংঘন করে। কোরাণ লংঘন করে এমন আইন শারিয়ায় আরও অনেক আছে, বাংলা ওয়েবসাইট জামাতেপিছলামি ডট কম JamatePislami.com -এ তা যথেষ্টই দেখানো হয়েছে। কোরাণের সুস্পষ্ট নির্দেশ মানা হয়না বলেই হিলা বিয়ের মত নিষ্ঠুর নির্লজ্জ ঘটনা ঘটে। কারণ, তাৎক্ষণিক তালাকে স্বামীর কাছে ফিরে আসতে হলে সেই স্ত্রীকে শারিয়া মোতাবেক অতি অবশ্যই অন্য কাউকে বিয়ে করে সহবাস করে ২য় স্বামীর ইচ্ছানুসারে তালাক নিতে হয়। সুত্রঃ- হানাফি আইন পৃষ্ঠা ১৫, শাফি’ই আইন পৃষ্ঠা ৫৬৫ আইন নং এন-৭ এর ৭, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ১৫৭ ধারা ৩৫১, গ্র্যান্ড আয়াতুললাহ সিস্তানি-র “ইসলামিক ল’জ” পৃষ্ঠা ৪৬৯ আইন নম্বর ২৫৩৬ ইত্যাদি। বিয়ের পরে তালাক দেবার জন্য পরের স্বামীর সাথে আগে থেকে তালাকের শর্ত রাখা বা তাকে জোর-জবরদস্তি করা শারিয়ায় নিষেধ - সুত্র শাফি-আইন পি-২৯ এর ১, মওলানা আশরাফ আলী থানভি ইত্যাদি। এ আইন সুরা বাকারা-র আয়াত ২৩০-এর মর্মবাণীকে লংঘন করে বলেই বহু মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ওটা আইন করে বাতিল করা হয়েছে।

স্বামীর অপকর্মের জন্য স্ত্রীর শাস্তি নিশ্চয়ই চুড়ান্ত অন্যায়। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্দেশ যেখানে থাকবার কথা সেখানেই আছে, আল্ কোরাণে আছে। সুরা সুরা নজম ৩৮, সুরা ফাতির আয়াত ১৮, সুরা বাকারা আয়াত ১৩৪ ও সুরা বাকারা আয়াত ১৪১-এ কোরাণ সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে রেখেছে যে কেউ অন্য কারো দোষের ভাগী হবে না। অথচ এই তাৎক্ষণিক তালাক আসলে জাহেল যুগের প্রথা। অনেক বিশেষজ্ঞ মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন কিন্তু কেউ তাতে কান দেয়না বলেই আমাদের বোনেরা ইসলামের নামে মারাত্মক ও লজ্জার পরিস্থিতিতে পড়েন এবং ইসলামের নাম বদনাম হয়। বিখ্যাত শারিয়া বিশেষজ্ঞ ডঃ আবদুর রহমান ডোই তাঁর ““শারিয়া দি ইসলামিক ল”- এর ১৭৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন, - “**নবী সঃ-এর মৃত্যুর বহু বছর পরে তালাকের এক নুতন নিয়ম দেখা দেয়। স্বামী লিখিয়া দেয়, অথবা একই সময় তিনবার উচ্চারণ করে, “তালাক তালাক, তালাক”। এই তালাকে পুনর্বিবেচনা বা অনুতাপের কোন সুযোগ নাই। এইভাবে অজ্ঞ মুসলমানেরা জঘন্য অপরাধ করে। নবী সঃ তীব্রভাবে ইহার নিন্দা করিয়াছেন**”। বিশ্ব-ইসলামি পন্ডিত আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ারও ওই একই কথা বলেছেন, তিন-তালাক হল ইসলামের আগের জাহেল প্রথা, কি করে যেন এটা হানাফি আর শাফি’ শারিয়ায় ঢুকে পড়ে মুসলিম নারীর বিরুদ্ধে মৃত্যুবাণ হিসেবে প্রয়োগ হচ্ছে। অথচ সহি বোখারী ৯ম খণ্ড হাদিস নম্বর ২১-এ (মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত) নবী (সঃ) **সুস্পষ্টই বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামের আগের জাহেল যুগের প্রথাকে ইসলামে চালাতে চায় তাকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন।**

অর্থাৎ আমাদের ইসলামি নেতারা শারিয়ার নামে কোরাণ-রসুল লংঘন করে আল্লাহ’র ঘৃণায় পড়ে গেছেন। ইসলামের নামে নিজেদের ন্যায্য অধিকার লংঘনের ফলে মুসলিম নারীরাও বিদ্রোহী হতে বাধ্য হচ্ছেন। ইসলামের নামে পুরুষতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দিকে দিকে তাঁরা প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন, কোরাণের

পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে বই লিখছেন Unreading Patriarchal Interpretation of the Quran -ডঃ আসমা বারলাস, জুমা নামাজে নারী-ইমামতির (ডঃ আমিনা ওদুদ) মত ঐতিহ্য-বিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং ভারতে AIMPLB-র বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছেন AIMWPLB (All India Muslim Women Personal Law Board)। ভারতীয় মোল্লার দল এই নারী-বোর্ডকে ‘‘হাস্যকর’’ বলেছেন। কিন্তু শতাব্দী ধরে যে অত্যাচারিতা নারীরা গোকুলে বেড়েছেন তাঁদের হাতেই এ মোল্লাতন্ত্র একদিন চুড়ান্ত পরাস্ত হবে তাতে সন্দেহ নেই। কোরাণ-হাদিসের পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ক্রমাগত মানবাধিকার লংঘন করে ইসলামের নাম ভয়ানক বদনাম করেছে। মুসলিম নারীর হাতেই একদিন সেটা সমূলে উচ্ছেদ হয়ে কোরাণের মানবতাবাদী ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত হবে এতে কোনই সন্দেহ নেই।

১৮ মে ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)